দৈনিক ইনকিলাব

34

তারিখ 08 SEP 1993
পৃষ্ঠা 4 কলাম 7

সাক্ষরতা দিবস

আজ আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ১৯৬৬ সালে জাতিসংঘ শিক্ষা বিষয়ক এজেন্সী 'ইউনেস্কোর' উদ্যোগে এই দিবসটি পালনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সেই অর্থে ১৯৬৭ সাল থেকে প্রতি বছর আটই সেপ্টেম্বর তারিখটিকে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস হিসাবে পালন করা হয়ে আসছে। বাংলাদেশেও দিবসটিকে যথাযোগ্য মর্যাদা ও তাগিদের সাথে উদ্‌যাপন করা হয়।

অশিক্ষা ও নিরক্ষরতার ব্যাপকতা থেকেই এদেশে সাক্ষরতা দিবসের গুরুত্ব অনুধাবনযোগ্য। নিরক্ষরতা একটি অভিশাপ। অশিক্ষা আমাদের মত দেশে উন্নয়ন অভিলাষের পথে এক মস্ত বড় প্রতিবন্ধক। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে পশ্চাদপদতা, গণতন্ত্রের ভিত্তি স্তম্ভে দুর্বলতা, নাগরিক দুর্ভোগ-দুর্যোগ প্রভৃতির অন্যতম কারণ অশিক্ষা। বাংলাদেশে নিরক্ষরতার হার কেবল ব্যাপকই নয়; নিরক্ষরতাজনিত দুঃখ-যাতনা ও শোষণের কথা বিবেচনা করলে দেখা যাবে, শিক্ষার অভাব অধিকাংশ নাগরিক দুর্ভোগের জন্য দায়ী। ১৯৮১ সালের শুমারিতে দেশে শিক্ষিতের হার ২৯.২ ভাগ দেখানো হয়েছিল। তবে শুধু অক্ষরজ্ঞানই সাক্ষরতার পরিচায়ক বলে আর মনে করার কোনো উপায় নেই। 'ইউনেস্কো' কর্তৃক সাক্ষরতার যে নতুন সংজ্ঞা ধার্য করা হয়েছে, তাতে বলা হয়েছে, কোনো ব্যক্তি যখন পড়তে ও লিখতে পারে এবং নিজ সমাজে ও পারিপার্শ্বিকতায় কাজ চালিয়ে যাবার মত অংকের জ্ঞান রাখে এবং এসব দক্ষতাকে নিজের ও সমাজের উন্নয়নে প্রয়োগ করতে পারে, তখনই তাকে 'সাক্ষর' বলা যাবে।

বলা বাহুল্য, সাক্ষরতার নতুন সংজ্ঞাটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এবং বাংলাদেশের জন্য বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক। প্রাথমিক থেকে উচ্চ পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষার প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা ও মান নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের বৈশিষ্ট্য হলো ক্রমনিম্নমুখিতা। শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় ব্যর্থতা এদেশে মেধা বিকাশ ও শিক্ষার সামাজিক মহত্ত্ব প্রতিষ্ঠায় অকার্যকর হয়েছে বললে অত্যুক্তি করা হবে না। অথচ কেবল সমৃদ্ধির তাগিদেই নয়, উন্নত সমাজ বিনির্মাণের প্রচেষ্টায়ও মেধা বা জ্ঞানের কোনো বিকল্প আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি। সমাজের বিবিধ বিশৃংখলা, শোষণ ও জালজোচ্চুরি প্রতিরোধেও শিক্ষা তথা নিদেন অক্ষর জ্ঞান অত্যাবশ্যক। এদেশে প্রতিভার ঘাটতি নেই। তবে প্রতিভা প্রস্ফুটনে প্রয়োজনীয় শিক্ষা সম্প্রসারণের অভাবেই সম্ভাবনার অনেক পরাগ রেণু অবস্থাতেই ঝরে পড়ে। শিক্ষা ব্যবস্থা কেবল জ্ঞানের মহত্ত্ব প্রতিষ্ঠার পথেই অন্তরায় নয়। এর আর একটি উৎকট প্রবণতা হচ্ছে সনদ-সর্বস্বতা বা সার্টিফিকেটমুখিতা। শিক্ষার সাথে বৃহত্তর লোকসমাজের চলমান ধারাকে কিছুতেই সমন্বিত করা যাচ্ছে না। কখনো বলা হচ্ছে শিক্ষার উৎপাদনমুখিতা; কখনো বলা হচ্ছে শিক্ষার গণমুখিতা; কখনো শিক্ষার বাস্তবমুখিতা। কিন্তু শিক্ষার প্রকৃত লক্ষ্য যে জ্ঞানবিদ্যামুখিতা— এই অনস্বীকার্য সত্যই অনুক্ত থাকছে।

সাক্ষরতা দিবসে আমাদের কামনা হোক শিক্ষার জঞ্জালমুক্তি। আমরা মনে করি শিক্ষা ব্যবস্থাপনা, পাঠ্যসূচী ও ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ এবং বিশেষ শাখা ও উচ্চ পর্যায়ে সত্যিকার শিক্ষা সম্প্রসারণ প্রয়োজন। এ জন্য প্রধান ভূমিকা পালন করতে হবে শিক্ষক ও প্রশিক্ষক সমাজকে। কেননা, জাতি গঠনের তাঁরাই প্রধান কারিগর। এরপর আসবে শিক্ষার প্রাতিষ্ঠানিক সুযোগ-সুবিধা ও পরিবেশের কথা। একথা সত্য যে, নৈরাজ্য বা দুর্নীতির মধ্যে বিদ্যার মত মহৎ সাধনা টিকতে পারে না। আমরা মনে করি, বিদ্যার স্বার্থে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে নিরস্ত্র ও অহিংস রাখা— সম্ভব হলে নির্দলীয় রাখা— সকল পক্ষের জন্যই বেহতের হবে।

সাক্ষরতা দিবসে ব্যাপক নিরক্ষর জনগোষ্ঠীর মধ্যে সহজ পন্থায় শিক্ষা প্রচার, ধর্মীয় শিক্ষার মান ও মাত্রা বৃদ্ধি এবং ধর্মীয় পাঠ্যের সমান্তরালে সাধারণ বিদ্যা শিক্ষা বিস্তারের ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। সেই শিক্ষা যাতে সমাজ সংগঠন ও উৎপাদন প্রক্রিয়া সহজীকরণে প্রযুক্ত করা যায় সেদিকে খেয়াল রাখা দরকার।